



## 111784 - ইহরামের সময় শরত করার সুবিধা কি?

### প্রশ্ন

হজ্জ বা উমরা পালনচ্ছেছু ব্যক্তি যবে বলনে: ‘ইন হাবাসানি হাবসি ফা মাহলিলি হাইছু হাবাসতানি’ (অর্থ- যদি কোনে প্রতবিন্ধকতা আমাকে আটক করে তাহলে (হে আল্লাহ) আপনি আমাকে যখনে আটক করেনে সখনে আমি হালাল হয়ে যাব)?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি হজ্জ বা উমরা পালনচ্ছেছু ব্যক্তি হজ্জ বা উমরা সমাপনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকা করনে তাহলে ইহরামকালে তিনি শরত করে নেয়ার বধিান রয়ছে। তিনি বলবনে: ‘ইন হাবাসানি হাবসি ফা মাহলিলি হাইছু হাবাসতানি’ (অর্থ- যদি কোনে প্রতবিন্ধকতা আমাকে আটক করে তাহলে (হে আল্লাহ) আপনি আমাকে যখনে আটক করেনে সখনে আমি হালাল হয়ে যাব।)। সহহি বুখারী (৫০৮৯) ও সহহি মুসলিম (১২০৭) এর বর্ণনাতলে এসছে- দুবাতা বনিতলে যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ অবস্থায় হজ্জ করার নয়িত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: তুমি হজ্জরে নয়িত ও ইহরাম বাঁধ এবং এই বলে শরত করে নাও: আল্লাহুম্মা মাহলিলি হাইছু হাবাসতানি (হে আল্লাহ! আপনি যখনে আমাকে আটক করেনে আমি সখনে হালাল হয়ে যাব)।

মুহরমিরে জন্য এ শরত করার সুবিধা হচ্ছ- মুহরমি হজ্জ বা উমরা সমাপনে যদি কোনে প্রতবিন্ধকতার মুখোমুখি হন যমেন- অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, কথিবা যবে কোনে কারণে তাকে মক্কায় ঢুকতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া তাহলে তিনি তার ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যতে পারবনে; তার উপর ফদিয়া বা হাদি বা মাথা-মুণ্ডনলে ইত্যাদি কিছুই বর্তাবে না।

আর যদি তিনি এ শরত না করনে তাহলে তিনি হবনে ‘মুহসার’। মুহসার (হজ্জ বা উমরা আদায়লে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি) এর উপর হাদি যবহে করা ও মাথা মুণ্ডন করা ওয়াজবি; যমেনটিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবায়র বছর করছেলিনে। যখন তিনি মুশরকিদরে পক্ষ থেকে মক্কা প্রবশেলে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলিনে তখন তিনি হাদিরি পশু যবহে করলনে ও মাথা মুণ্ডন করলনে এবং তাঁর সাহাবীদরেকলে তা করার নরিদশে দলিনে। তিনি বললনে: “তোমরা উঠ, হাদি কেরবানী কর, অতঃপর মাথা মুণ্ডন কর।”[সহহি বুখারী (২৭৩৪)] আল্লাহ তাআলা বলনে: আর তোমরা হজ্জ ও উমরা পূরণ কর আল্লাহর উদ্দেশ্যে। অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য হাদি প্রদান করলে। আর তোমরা মাথা মুণ্ডন করলে না যবে পর্যন্ত হাদি তার স্থানে না পড়েছে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬]



শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

এ শর্ত করার সুবধি হলো- “মুহরমি ব্যক্তি যদি রুগ্নতা কিংবা শত্রুর বাধা এ জাতীয় কোন প্রতবিন্ধকতার মুখোমুখি হন; য়ে কারণে তিনি হিজ্জ সমাপ্ত করতে না পারনে তাহলে তার জন্য হালাল হয়ে যাওয়া জায়যে; তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।”[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১৭/৫০)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

আর শর্ত করার সুবধি: সুবধি হচ্ছে মানুষ যদি হিজ্জ সমাপ্ত করতে কোন বাধার সম্মুখীন হয় তাহলে কোন কিছু ছাড়া সয়ে হালাল হয়ে যতে পারবে। অর্থাৎ তার উপর কোন ফদিয়া বা কাযা বর্তাবে না।[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২২/২৮)]